এক নযরে

ছিয়াম ও রামাযান

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

ড. মুযাফফর বিন মুহসিন

ইসলামিক রিসার্চ এ্যান্ড রিফরমেশন সেন্টার

এক নযরে ছিয়াম ও রামাযান

ড. মুযাফফর বিন মুহসিন

এক নযরে ছিয়াম ও রামাযান

ড. মুযাফফর বিন মুহসিন

মোবাইল নং : ০১৭১৫-২৪৯৬৯৪

প্রকাশক

ইসলামিক রিসার্চ এ্যান্ড রিফর্মেশন সেন্টার (আই আর আর সি)
২৬০/৬ মালিবাগ মোড়, ঢাকা-১২১৭
(ঢাকা বিজ্ঞান কলেজ ভবন, ৬তলা)।
মোবাইল : ০১৯১৫-৪৩০৪৯৮, ০১৯১৪-২৪১৩৩৩

প্রকাশকাল

জুন ২০১৬ খৃঃ

কম্পোজ

আই আর আর সি কম্পিউটার্স
মালিবাগ, ঢাকা

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

Ak Najare Siam o Ramajan *By* ***Dr. Muzaffar Bin Mohsin*** *Dawra-e-Hadeeth, Kamil & B.A (Honours), M. A, Ph.D. University of Rajshahi. Speaker, Peace TV Bangla. Published by :* ***ISLAMIC RESEARCH AND REFORMATION CENTRE,*** *Malibag, Dhaka, Mobile: 01715-249694, 01738-346690.*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

এক নযরে ছিয়াম ও রামাযান

ছাওম বা ছিয়াম অর্থ বিরত থাকা। শরী'আতের পরিভাষায় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ছুবহে ছাদিক্ব হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌন সম্ভোগ হতে বিরত থাকাকে 'ছাওম' বা 'ছিয়াম' বলে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল। যাতে তোমরা তাক্বওয়া অর্জন করতে পার' *(বাক্বারাহ ১৮৩)*।

ফাযায়েল :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করবে, তার বিগত জীবনের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় তারাবীহ্‌র ছালাত আদায় করবে, তার বিগত জীবনের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় ক্বদরের রাত্রি জাগরণ করবে, তার বিগত জীবনের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে'।[১] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ

---

১. বুখারী হা/১৯০১, ১/২৫৫ পৃঃ ও হা/২০০৯, ২০১৪, ১/২৬৯-২৭০ পৃঃ; মুসলিম হা/৭৫৯; আলবানী, মিশকাত হা/১৯৫৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮৬২, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২১৪-২১৫।

الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَنَادَى مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন রামাযানের প্রথম রাত্রি আসে, তখন শয়তান ও অবাধ্য জিন সকলকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয়। জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয়, আর কোন দরজা খোলা হয় না এবং জান্নাতের দরজাসমূহ খোলা হয়, আর কোন দরজা বন্ধ করা হয় না। এ মাসে এক আহ্বানকারী আহ্বান করতে থাকে যে, হে কল্যাণের অভিসারী! তুমি অগ্রসর হও। হে অকল্যাণের অভিসারী! তুমি থাম। আল্লাহ তা'আলা এই মাসে বহু ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেন। আর এটা প্রত্যেক রাতেই হয়ে থাকে'।[২] অন্য হাদীছে এসেছে, প্রত্যেক দিন ইফতারের সময় আল্লাহ অসংখ্য মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেন।[৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হয় এবং রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়'।[৪]

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আদম সন্তানের প্রত্যেকটি সৎ আমল ১০ থেকে ৭শ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু মহান আল্লাহ বলেন, ছিয়াম ব্যতীত। কারণ এটা একমাত্র আমার জন্যই রাখা হয়, আর এর প্রতিদান আমি নিজেই দিব। সে আমার জন্যই যৌন বাসনা ও খানা-পিনা ত্যাগ করে। ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দঘন মুহূর্ত রয়েছে। একটা হচ্ছে ইফতারের সময় এবং অন্যটি হচ্ছে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতের সময়। আল্লাহ্র কাছে ছায়েমের মুখের গন্ধ মিশক-আম্বরের সুঘ্রাণের চাইতেও উত্তম।[৫]

---

২. তিরমিযী হা/৬৮২, ১/১৪৭ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/১৬৪২, পৃঃ ১১৮-১১৯; মিশকাত হা/১৯৬০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮৬৪, ৪/২১৬ পৃঃ।

৩. ইবনু মাজাহ হা/১৬৪৩, পৃঃ ১১৯, সনদ ছহীহ।

৪. ছহীহ বুখারী হা/১৮৯৮, ১/২৪৪ পৃঃ (ইফাবা হা/১৭৭৭, ৩/২৪১ পৃঃ), হা/৩২৭৭; মুসলিম হা/১০৭৯, ১/৩৪৬ পৃঃ; নাসাঈ হা/২১০০; নাসাঈ হা/২০৯৭; মিশকাত হা/১৯৫৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮৬০, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২১৪।

৫. ছহীহ মুসলিম হা/১১৫১, ১/৩৬৩ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/১৬৩৮; মুত্তাফাক্ব আলাহই, ছহীহ বুখারী হা/১৯০৪, ১/২৫৫ পৃঃ; মিশকাত হা/১৯৫৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮৬৩, ৪/২১৫ পৃঃ।

عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ لِلهِ عُتَقَاءُ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِكُلِّ عَبْدٍ مِنْهُمْ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ.

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, অবশ্যই আল্লাহ রামাযান মাসের প্রত্যেক দিন ও রাতে অসংখ্য ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেন এবং প্রত্যেক মুমিন বান্দার একটি করে দু'আ কবুল করেন।[৬]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ فَيَقُوْلُ الصِّيَامُ أَىْ رَبِّ إِنِّىْ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ وَيَقُوْلُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ فَيُشَفَّعَانِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ছিয়াম ও কুরআন ক্বিয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। ছিয়াম বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি দিনের বেলায় তাকে পানাহার ও প্রবৃত্তি থেকে বাধা দিয়েছি। তাই তার ব্যাপারে আপনি আমার সুপারিশ কবুল করুন। কুরআন বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি রাত্রে তাকে ঘুমানো থেকে বাধা দিয়েছি। তাই তার ব্যাপারে আপনি আমার সুপারিশ কবুল করুন। অতঃপর উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে।[৭]

জ্ঞাতব্য : (ক) রামাযানের প্রথম দশদিন রহমত, দ্বিতীয় দশদিন মাগফিরাত এবং তৃতীয় দশদিন নাজাত বলে মাসকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাবে না। অনুরূপ রামাযান মাসে একটি সুন্নাত আমল করলে অন্য মাসে ফরয আমল করার মত নেকী হয় এবং একটি ফরয আমল করলে ৭০টি ফরয আমল করার মত নেকী হয়। এ বক্তব্যগুলো সঠিক নয়। উক্ত মর্মে যে হাদীছ সমাজে প্রচলিত আছে, তা যঈফ ও অগ্রহণযোগ্য।[৮] বরং পুরা মাসই

৬. আহমাদ হা/৭৪৪৩; ছহীহুল জামে' হা/২১৬৯; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব হা/১০০২।

৭. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/১৮৩৯; মিশকাত হা/১৯৬৩, সনদ ছহীহ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮৬৬, ৪/২১৭ পৃঃ।

৮. বায়হাক্বী হা/৩৩৩৬; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৫৬৯; মিশকাত হা/১৯৬৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮৬৮, ৪/২১৭ পৃঃ।

রহমত, বরকত, মাগফিরাত ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাস।[৯] মূলত ছিয়ামের নেকীর সাথে অন্য কোন ইবাদতের তুলনা হয় না।[১০] এর প্রতিদান সরাসরি আল্লাহ নিজেই দিবেন।[১১] **(খ)** পৃথিবীর যে অঞ্চলে চাঁদ দেখা যাবে, সে অঞ্চলের মানুষ ছিয়াম ও ঈদ করবে।[১২] সারা বিশ্বে একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ করার দাবী সঠিক নয়।[১৩]

মাসায়েল :

নিয়ত : নিয়ত অর্থ, মনন করা বা সংকল্প করা। তাই মনে মনে ছিয়ামের নিয়ত করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে ছিয়ামের নিয়ত করেনি, তার ছিয়াম হয়নি'।[১৪] ছালাত, ছিয়াম বা অন্য কোন ইবাদতের শুরুতে মুখে আরবীতে নিয়ত পড়ার শারঈ কোন ভিত্তি নেই। মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত বলা বিদ'আত।

সাহারীর আযান :

(ক) রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'বেলাল রাত্রে আযান দিলে তোমরা খানাপিনা কর, যতক্ষণ ইবনু উম্মে মাকতূম ফজরের আযান না দেয়'।[১৫] সাহারীর সময় জাগানোর জন্য আযান ব্যতীত মাইকে ইসলামী গযল, জাগরণী, কুরআন তেলাওয়াত, বক্তব্য, সাইরেন বাজানো কোনকিছুই জায়েয নয়। এগুলো সবই বিদ'আত।[১৬]

---

৯. ছহীহ বুখারী হা/১৮৯৮, ১/২৫৫ পৃঃ ও হা/৩২৭৭; মুসলিম হা/১০৭৯; মিশকাত হা/১৯৫৬, ইবনু মাজাহ হা/১৬৪২।

১০. নাসাঈ হা/২২২৩, সনদ ছহীহ।

১১. ছহীহ মুসলিম হা/১১৫১, ১/৩৬৩ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/১৬৩৮; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/১৯০৪, ১/২৫৫ পৃঃ; মিশকাত হা/১৯৫৯।

১২. বাক্বারাহ ১৮৫; ছহীহ বুখারী হা/১৯০৬ ও হা/১৯০৯, ১/২৫৫-২৫৬ পৃঃ (ইফাবা হা/১৭৭৯, ১৭৮৫, ১৭৮৮, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৪-২৪৫); মুসলিম হা/১০৮১; মিশকাত হা/১৯৭০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮৭২ ও ১৮৭৩, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২২০।

১৩. বিস্তারিত দ্রঃ 'ছিরাতে মুস্তাক্বীম', 'ছিয়াম ও রামাযান' পর্ব।

১৪. আবুদাঊদ হা/২৪৫৪, ১/৩৩৩ পৃঃ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৯৮৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮৯০, ৪/২২৬ পৃঃ।

১৫. ছহীহ বুখারী হা/১৯১৯, ১/২৫৭ পৃঃ (ইফাবা হা/১৭৯৭, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৯); মুসলিম হা/২৫৯০; মিশকাত হা/৬৮০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬২৯, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০৭।

১৬. ফাৎহুল বারী হা/৬২১-এর ব্যাখ্যা, ২/৪৩৬ পৃঃ, 'আযান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৩।

(খ) রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'খাদ্য বা পানির পাত্র হাতে থাকা অবস্থায় তোমাদের মধ্যে যদি কেউ আযান শুনে, তবে সে যেন প্রয়োজন পূরণ না করে পাত্র না রেখে দেয়'।[১৭]

(গ) অপবিত্র ব্যক্তি সাহারীর পূর্বে গোসল করতে না পারলেও সাহারী খাবে এবং ছিয়াম রাখবে। পরে গোসল করবে এবং ফজরের ছালাত আদায় করবে।[১৮]

(ঘ) অনেকে সাহারী খাওয়ার পরই ফজরের ছালাত পড়ে ঘুমিয়ে যায়। অথচ ফজরের সময় হওয়ার পূর্বে ছালাত পড়া যাবে না।[১৯] সাহারীর সময় শেষ হওয়ার পর ছালাত আদায় করতে হবে।

ইফতার :

(ক) ইফতারের শুরুতে পড়ার জন্য নির্দিষ্ট কোন দু'আ ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়নি। তাই সাধারণ দু'আ হিসাবে ইফতারের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলবে।[২০] আর 'আল্লা-হুম্মা লাকা ছুমতু ওয়া 'আলা রিযক্বিকা আফতারতু' মর্মে প্রসিদ্ধ দু'আটি যঈফ।[২১] অনুরূপ 'আল্লা-হুম্মা ছুমতু লাকা ওয়া তাওয়াক্কালতু 'আলা রিযক্বিকা... নামে প্রচলিত দু'আটি ভিত্তিহীন।

আর ইফতার শেষে বলবে, ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ

উচ্চারণ : 'যাহাবায যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরূকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ'। **অর্থ :** 'পিপাসা দূরীভূত হল, শিরাগুলো সঞ্জীবিত হল এবং আল্লাহ চাহে তো পুরস্কার নির্ধারিত হল'।[২২] তবে সাধারণ দু'আ হিসাবে শেষে 'আল-হামদুলিল্লাহ'ও বলা যাবে।[২৩]

---

১৭. আবুদাউদ হা/২৩৫০, ১/৩২১ পৃঃ; মিশকাত হা/১৯৮৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮৯১, ৪/২২৭ পৃঃ।

১৮. বুখারী হা/১৯৩১, ১/২৫৮-২৫৯ পৃঃ (ইফাবা হা/১৮০৩, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৫১), 'ছিয়াম' অধ্যায়, 'অপবিত্র অবস্থায় ছিয়াম পালনকারীর সকাল হওয়া' অনুচ্ছেদ-২২।

১৯. সূরা নিসা ১০৩; আবুদাঊদ হা/৫৩২, ১/৭৯ পৃঃ, সনদ ছহীহ।

২০. বুখারী হা/৫৩৭৬; মিশকাত হা/৪১৫৯।

২১. যঈফ আবুদাঊদ হা/২৩৫৮, ১/৩২২ পৃঃ।

২২. আবুদাউদ হা/২৩৫৭, ১/৩২১ পৃঃ; মিশকাত হা/১৯৯৩।

২৩. মুসলিম হা/২৭৩৪।

(খ) রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ 'পূর্ব দিক থেকে যখন রাত এসে যাবে ও পশ্চিম দিক থেকে যখন দিন চলে যাবে এবং সূর্য ডুবে যাবে, তখন ছায়েম ইফতার করবে'।[২৪] রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'দ্বীন চিরদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন লোকেরা ইফতার তাড়াতাড়ি করবে। কারণ ইহুদী-খ্রীস্টানরা ইফতার দেরীতে করে'।[২৫]

সতর্কতা : অধিকাংশ সময়সূচীতে সূর্যাস্তের মূল সময়ের সাথে আরো অতিরিক্ত ৩ কিংবা ৪/৫ মিনিট বৃদ্ধি করা হয়। মূলত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এই কাজটি করে আবহাওয়া বিভাগের মাধ্যমে সারা দেশে প্রচার করে। আর সেই ত্রুটিপূর্ণ সময়ই রেডিও, টিভি, পেপার-পত্রিকা ও দেশের মসজিদগুলো অনুসরণ করে থাকে। এ জন্য পত্রিকাগুলোতে ইফতারের সময় আর সূর্যাস্তের সময় পৃথকভাবে দেয়া থাকে। অথচ সূর্যাস্তের সময়ই ইফতারের সময়।[২৬] সচেতন ব্যক্তি লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন। উক্ত ধোঁকার কারণে সাধারণ মানুষ সুন্নাতের অনুসরণ না করে দেরীতেই ইফতার করে থাকে। তাই রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মহান স্বার্থে সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ইফতার করতে হবে এবং ত্রুটিপূর্ণ সময়সূচী বর্জন করতে হবে।

(গ) ইফতারের পূর্বে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে মুনাজাত করার শারঈ কোন ভিত্তি নেই। এটি বিদ'আতী প্রথা। বরং প্রত্যেক ছায়েম নিজ নিজ দু'আ করবে।[২৭] সেই সাথে একজন দু'আ পড়বে আর অন্যরা আমীন আমীন

---

২৪. ছহীহ বুখারী হা/১৯৫৪, ১/২৬২ পৃঃ (ইফাবা হা/১৮৩০, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৭); ছহীহ মুসলিম হা/২৬১৩; মিশকাত হা/১৯৮৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮৮৮, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২২৫।

২৫. আবুদাউদ হা/২৩৫৩, ১/৩২১ পৃঃ; মিশকাত হা/১৯৯৫, সনদ হাসান; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮৯৮, ৪/২২৯ পৃঃ।

২৬. ছহীহ বুখারী হা/১৯৫৪, ১/২৬২ পৃঃ (ইফাবা হা/১৮৩০, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৭); ছহীহ মুসলিম হা/২৬১৩; মিশকাত হা/১৯৮৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮৮৮, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২২৫।

২৭. ইবনু মাজাহ হা/১৭৫২, পৃঃ ১২৫।

বলবে এরও কোন দলীল নেই। ইফতারের পূর্বমুহূর্তে দু'আ কবুল হয় মর্মে যে হাদীছটি প্রচলিত আছে, তা যঈফ।[২৮] তবে এই অল্প সময় নয়, বরং ছুবহে ছাদিক্ব থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পুরো সময়টাই ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'আ কবুলের সময়।[২৯] তাই শুধু ইফতারের পূর্বমুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। সারাদিনই আল্লাহ কাছে দু'আ করতে পারবে।

(ঘ) মৃত ব্যক্তির নামে ইফতার মাহফিল করা যাবে না। কারণ মৃত ব্যক্তির নামে যেটা প্রদান করা হয়, তা ছাদাক্বা। আর ছাদাক্বা সবাই খেতে পারে না।[৩০]

ছালাতুত তারাবীহ :

(ক) ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণ সকলেই ৮ রাক'আত তারাবীহ পড়তেন।

عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ (بِاللَّيْلِ) فِىْ رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ مَا كَانَ يَزِيْدُ فِىْ رَمَضَانَ وَلَا فِىْ غَيْرِهِا عَلَى إِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّىْ أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّىْ أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّىْ ثَلَاثًا.

আবু সালামা ইবনু আবদুর রহমান (রাঃ) একদা আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন যে, রাসূল (ছাঃ)-এর রামাযানের রাতের[৩১] ছালাত কেমন ছিল? উত্তরে তিনি বলেন, তিনি রামাযান মাসে এবং রামাযানের বাইরে **১১** রাক'আতের বেশী ছালাত আদায় করতেন না। তিনি প্রথমে (২+২) চার রাক'আত পড়তেন। তুমি (আবু সালামা) তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিনি (২+২) চার রাক'আত পড়তেন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিনি তিন রাক'আত পড়তেন।[৩২]

---

২৮. যঈফ ইবনে মাজাহ হা/১৭৫৩, পৃঃ ১২৫।

২৯. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৬৬১৯; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহা হা/১৭৯৭; ইবনু মাজাহ হা/১৭৫২।

৩০. বুখারী হা/১৪৯৬, ১/২০২-২০৩ পৃঃ।

৩১. মুসলিম হা/৭৩৮, ১/২৫৫ পৃঃ।

৩২. বুখারী হা/২০১৩, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬৯ (ইফাবা ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৩, হা/১৮৮৬ (১৮৮৩)), 'তারাবীহ্‌র ছালাত' অধ্যায়-৩১, হা/১২৬৯; মুসলিম হা/৭১৮, ১/২৫৪ পৃঃ।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانَ رَكْعَاتٍ وَأَوْتَرَ .. رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحَيْهِمَا.

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) রামাযান মাসে আমাদের সাথে ৮ রাক'আত ছালাত আদায় করেছেন এবং বিতর পড়েছেন.. ।[৩৩]

(খ) ২০ রাক'আত তারাবীহর পক্ষে যে বর্ণনা এসেছে, তা মুহাদ্দিছগণের নিকট যঈফ ও জাল। উক্ত বর্ণনায় ইবরাহীম ইবনু ওছমান নামে একজন ক্রটিপূর্ণ রাবী রয়েছে।[৩৪] ইমাম বায়হাক্বী (৩৮৪-৪৫৮ হিঃ) উক্ত বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন, 'আবু শায়বাহ (ইবরাহীম ইবনু ওছমান) হাদীছটি এককভাবে বর্ণনা করেছে। সে যঈফ রাবী'।[৩৫] ছহীহ বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ 'উমদাতুল ক্বারী' প্রণেতা আল্লামা বদরুদ্দীন আয়নী হানাফী উক্ত রাবী সম্পর্কে বলেন,

جَدُّ أَبِيْ بَكْرِ ابْنِ أَبِيْ شَيْبَةَ كَذَّبَهُ شُعْبَةُ وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِيْنٍ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ.

'ইবনু আবী শায়বাহকে ইমাম শু'বাহ মিথ্যুক বলেছেন এবং ইমাম আহমাদ, ইবনু মাঈন, ইমাম বুখারী, নাসাঈ (রহঃ) সহ অন্যান্য মুহাদ্দিছ তাকে যঈফ বলেছেন'।[৩৬] শায়খ আলবানী (রহঃ) উক্ত হাদীছকে জাল বলেছেন।[৩৭] অতএব ২০ রাক'আতের বর্ণনার উপর আমল করা যাবে না।

(গ) তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ পৃথক ছালাত এবং তাহাজ্জুদ ৮ রাক'আত, আর তারাবীহ ২০ রাক'আত মর্মে যে কথা প্রচলিত আছে, তা সঠিক নয়। ২০ রাক'আত তারাবীহকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য মাত্র কিছুদিন পূর্ব থেকে একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী আলেম উক্ত উদ্ভট অপব্যাখ্যা করছেন।

---

৩৩. ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/১০৭০, ১/৪৫৩ পৃঃ; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/২৪০১ ও ২৪০৬, পৃঃ ৪৪৩, সনদ ছহীহ; মুওয়াত্ত্বা ১/১১৫ পৃঃ; মিশকাত ১১৫ পৃঃ, হা/১৩০২ 'ছালাত' অধ্যায়, 'রামাযানে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ।

৩৪. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৭৭৭৪, ৩/২০৯ পৃঃ; বায়হাক্বী হা/৪৬১৫, ২/৬৯৮।

৩৫. সুনানুল কুবরা হা/৪৬১৫, ২/৬৯৮ পৃঃ।

৩৬. উমদাতুল ক্বারী ১১/১২৮ পৃঃ।

৩৭. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৬০, ২/৩৫-৩৭।

ইতিপূর্বে উক্ত মিথ্যা দাবীর অস্তিত্ব ছিল না। মূলত তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ একই ছালাত। এ জন্য মুহাদ্দিছগণ একই হাদীছ তাহাজ্জুদ অধ্যায়েও বর্ণনা করেছেন, তারাবীহ অধ্যায়েও বর্ণনা করেছেন।[৩৮] রাসূল (ছাঃ) একই রাত্রে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ পড়েননি। প্রশ্নকারী আয়েশা (রাঃ)-কে রামাযানের রাত্রির ছালাত কেমন ছিল সে বিষয়েই জিজ্ঞেস করেছিলেন। আর তারই উত্তরে আয়েশা (রাঃ) **১১** রাক'আতের কথা বলেন।[৩৯]

অন্য হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (ছাঃ) যে তিন রাত তারাবীহ পড়েছিলেন, তার তৃতীয় রাত্রে অর্থাৎ ২৭-এর রাত্রে সাহারীর সময় পর্যন্ত তারাবীহ্র ছালাত দীর্ঘ করেছিলেন, যাতে ছাহাবায়ে কেরাম সাহারী খাওয়া ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা করেছিলেন। যেমন হাদীছে এসেছে, فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِيْنَا أَنْ تَفُوْتَنَا الْفَلَاحُ 'আমাদের নিয়ে তিনি এত দীর্ঘ সময় ধরে ছালাত পড়লেন, যাতে আমরা সাহারী খাওয়া ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা করছিলাম'।[৪০] তাহলে এই রাত্রে তাঁরা কখন তাহাজ্জুদ পড়লেন?

অনুরূপ ছাহাবীদের যুগেও তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ একই ছালাত বলে গণ্য হত। কারণ ওমর (রাঃ) যে হাদীছে **১১** রাক'আত তারাবীহ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন, ঐ হাদীছের শেষাংশে বলা হয়েছে, 'ক্বিরাআত লম্বা হওয়ার কারণে (পরিশ্রান্ত হয়ে) আমরা লাঠির উপর ভর দিতাম এবং ফজরের ছালাতের সময় হওয়ার উপক্রম হলে ছালাত শেষ করে চলে আসতাম'।[৪১]

(ঘ) ওমর (রাঃ) ২০ রাক'আত পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং ২০ রাক'আতের উপর ইজমা হয়েছে মর্মে সমাজে যে কথা প্রচলিত আছে, তাও ভিত্তিহীন ও উদ্ভট। কারণ তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের আলোকে **১১** রাক'আতই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যেমন-

---

৩৮. বুখারী হা/২০১৩, ১/২৬৯ পৃঃ, হা/১১৪৭, ১/১৫৪ পৃঃ, হা/৩৫৬৯, ১/৫০৪ পৃঃ।

৩৯. বুখারী হা/২০১৩, ১/২৬৯ পৃঃ, 'তারাবীহ্র ছালাত' অধ্যায়-৩১, হা/১২৬৯; মুসলিম হা/৭১৮, ১/২৫৪ পৃঃ।

৪০. আবুদাঊদ হা/১৩৭৫, ১/১৯৫ পৃঃ; তিরমিযী হা/৮০৬, ১/১৬৬ পৃঃ; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১২৯৮, পৃঃ ১১৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৩/১৪৯, হা/১২২৪।

৪১. ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ ৪/১৮৬ পৃঃ; মুওয়াত্ত্বা মালেক ১/১১৫ পৃঃ; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩০২, পৃঃ ১১৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৩/১৫২, হা/১২২৮।

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ أَنَّهُ قَالَ أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيْمًا الدَّارِيَّ أَنْ يَّقُوْمَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً...

সায়েব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, ওমর (রাঃ) ওবাই বিন কা‘ব ও তামীম আদ-দারী (রাঃ)-কে রামাযান মাসে **১১** রাক‘আত তারাবীহ্র ছালাত পড়ানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৪২] উল্লেখ্য যে, উক্ত বর্ণনার পরে ইয়াযীদ বিন রূমান থেকে ২৩ রাক‘আতের যে বর্ণনাটি এসেছে, তা ‘যঈফ’। কারণ ইয়াযীদ বিন রূমান ওমর (রাঃ)-এর যুগ পাননি।[৪৩] অনুরূপ ওমর (রাঃ)-এর যুগে বিশ রাক‘আত চালু ছিল মর্মে আরো যে সমস্ত বর্ণনা এসেছে, সেগুলো সবই যঈফ ও মুনকার। অনুরূপ ২০ রাক‘আতের উপর ইজমা হয়েছে, এ দাবীও মিথ্যা। কারণ ওমর (ছাঃ)-এর সময়ে ২০ রাক‘আতের অস্তিত্বই ছিল না। ইজমা হল কিভাবে? *(বিস্তারিত দেখুন : ‘তারাবীহর রাক‘আত সংখ্যা : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ’ বই)*।

(ঙ) তারাবীহ্র ছালাত জামা‘আতের সাথে পড়ার বিধান স্বাভাবিক। আর ফরয হওয়ার আশঙ্কা কেবল রাসূল (ছাঃ) জন্যই ছিল, উম্মতের জন্য নয়। তাছাড়া রাসূল (ছাঃ) তারাবীহ্র ছালাত জামা‘আতে পড়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন।[৪৪]

(চ) তারাবীহ্র ছালাতে কুরআন খতম করার পক্ষে কোন দলীল পাওয়া যায় না। তবে তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ ছালাতে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম বেশী বেশী কুরআন তেলাওয়াত করতেন।[৪৫] সমাজে ‘খতম তারাবীহ’ নামে নতুন প্রথা সৃষ্টি হয়েছে। এতে ইমাম যেমন তারতীলসহ তেলাওয়াত করতে পারেন না, তেমনি মুক্তাদীরাও কিছু বুঝতে পারে না।

---

৪২. মুওয়াত্ত্বা হা/৩৭৯, ১/১১৫ পৃঃ; মিশকাত ১১৫ পৃঃ, হা/১৩০২ ‘ছালাত’ অধ্যায়, ‘রামাযানে রাত্রি জাগরণ’ অনুচ্ছেদ।

৪৩. আলবানী, মিশকাত হা/১৩০২ টীকা-২।

৪৪. তিরমিযী হা/৮০৬, ১/১৬৬ পৃঃ; আবুদাঊদ হা/১৩৭৫, ১/১৯৫ পৃঃ; ইবনু আবী শায়বাহ ২/২৮৬ পৃঃ; ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ১৪।

৪৫. মুওয়াত্ত্বা হা/৩৭৯, ১/১১৫ পৃঃ; মিশকাত ১১৫ পৃঃ, হা/১৩০২; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ ৪/১৮৬ পৃঃ।

কুরআন তেলাওয়াত ও ছাদাক্বা :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَأَجْوَدُ مَا يَكُوْنُ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ لأَنَّ جِبْرِيْلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْقُرْآنَ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيْلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) অধিক দানশীল ছিলেন। রামাযান মাসে তিনি আরও বেশী দান করতেন। কারণ জিবরীল (আঃ) রামাযান মাসের প্রত্যেক রাত্রে তার সাথে সাক্ষাৎ করতেন, রামাযান শেষ হওয়া পর্যন্ত এমনটি করতেন। রাসূল (ছাঃ) জিবরীল (আঃ)-এর নিকট কুরআন পেশ করতেন। যখন জিবরীল (আঃ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন, তখন তিনি ঝড়ের ন্যায় অধিকহারে দান করতেন।[৪৬] অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَنَّ جِبْرِيْلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ قَدْ عَارَضَنِيْ بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ ‘নিশ্চয় জিবরীল (আঃ) প্রত্যেক বছর একবার কুরআন পেশ করতেন। আর এই বছর তিনি দুইবার আমার কাছে কুরআন পেশ করেছেন’।[৪৭] উক্ত হাদীছেও রামাযানের বিষয়টি ইঙ্গিত করা হয়েছে।[৪৮]

রামাযানে কুরআন তেলাওয়াতের গুরুত্ব যে কত, তা উক্ত আলোচনায় ফুটে উঠেছে। একদিকে কুরআন নাযিল হয়েছে রামাযান মাসে, অন্যদিকে রামাযান মাসেই প্রতি বছর রাসূল (ছাঃ) জিবরীল (আঃ)-এর কাছে কুরআন শুনাতেন। তাই রামাযানে কুরআন তেলাওয়াতের গুরুত্বের অন্ত নেই।

উল্লেখ্য যে, রামাযান কিংবা অন্য যেকোন সময়ে মৃত ব্যক্তির নামে কুরআন খতম করা জায়েয নয়। এটা বিদ‘আতী প্রথা, যা পরিত্যাগ করা অপরিহার্য। মৃত ব্যক্তির জন্য জীবিতদের করণীয় হল, দু‘আ করা, ছাদাক্বা করা, ঋণ পরিশোধ করা,[৪৯] ক্বাযা ছিয়াম থাকলে পূরণ করা বা ফিদইয়া

---

৪৬. বুখারী হা/১৯০২, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৫।

৪৭. বুখারী হা/৬২৮৬।

৪৮. ফাৎহুল বারী হা/৪৯৯৭-এর আলোচনা দ্রঃ।

৪৯. বুখারী হা/২২৯৮, ১/৩০৮ পৃঃ; মুসলিম হা/১৬৩১, ২/৪১ পৃঃ; বুখারী হা/২৭৬০।

দেয়া,[৫০] সামর্থ্য থাকলে তার পক্ষ থেকে হজ্জ করা।[৫১] তবে যে তার পক্ষ থেকে হজ্জ করবে, তাকে আগে নিজের হজ্জ করতে হবে। অন্যথা বদলি হজ্জ হবে না।[৫২]

ছিয়াম ভঙ্গের কারণ :

(১) ইচ্ছাকৃতভাবে খানা-পিনা করা, বমি করা, সূর্যাস্তের পূর্বেই হায়েয-নিফাস শুরু হওয়া। এমনটি হলে কেবল ক্বাযা ওয়াজিব হয়। (২) ইচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রী সহবাস করা। এতে ক্বাযা ও কাফফারা দু'টিই ওয়াজিব হবে। এক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়কেই কাফফারা স্বরূপ একটানা দু'মাস ছিয়াম পালন করতে হবে অথবা ষাট জন মিসকীনকে খানা খাওয়াতে হবে।[৫৩] (৩) অসুস্থতা ও সফরের কারণে ছিয়াম ভঙ্গ করা যায়। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে (সে ছিয়াম ভঙ্গ করে), সে অন্য দিনে তার ক্বাযা আদায় করে নিবে'।[৫৪] (৪) গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী নারী নিজের বা শিশুর জীবনের আশংকা করলে ছিয়াম ভঙ্গ করবে। সক্ষম হলে পরে পূরণ করে নিবে, অন্যথা ফিদইয়া দিবে।[৫৫] (৫) আল্লাহ্র পথে জিহাদে থাকার সময় শরীরে শক্তি বজায় রাখা কিংবা শক্তি বৃদ্ধির জন্য ছিয়াম ভঙ্গ করা।[৫৬]

উল্লেখ্য যে, **(ক)** ভুল করে খেলে বা পান করলে, অনিচ্ছায় বমি হলে, দিনের বেলায় স্বপ্নদোষ হলে ছিয়াম নষ্ট হয় না।[৫৭]

(খ) ছিয়াম অবস্থায় যেকোন সময় মিসওয়াক করা যায়। মিসওয়াক করা যাবে না মর্মে সমাজে যে কথা প্রচলিত আছে, তা সঠিক নয়। বরং কাঁচা

---

৫০. বুখারী হা/১৯৫২-১৯৫৩, ১/২৬১-২৬২ পৃঃ; আবুদাঊদ হা/২৪০১।

৫১. ছহীহ মুসলিম হা/১১৪৯, ১/৩৬২ পৃঃ; নাসাঈ হা/২৬৩৩-২৬৩৪; মিশকাত হা/১৬৫৫।

৫২. আবুদাঊদ হা/১৮১১, ১/২৫২ পৃঃ, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/২৫২৯।

৫৩. ছহীহ বুখারী হা/১৯৩৬, ১/২৫৯-২৬০ পৃঃ; মিশকাত হা/২০০৪।

৫৪. বাক্বারাহ ১৮৫; ছহীহ মুসলিম হা/১১২১; ইরওয়াউল গালীল হা/৯১২।

৫৫. ছহীহ আবুদাঊদ হা/২৪০৮, ১/৩২৭ পৃঃ।

৫৬. ছহীহ মুসলিম হা/১১২০।

৫৭. ছহীহ বুখারী হা/১৯৩৩, ১/২৫৯ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৮০৯, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৫) ও হা/৬৬৬৯; মিশকাত হা/২০০৩; আবুদাঊদ হা/৪৩৯৮; মিশকাত হা/৩২৮৭।

হোক কিংবা শুকনা হোক যেকোন ডাল অথবা পেস্টযুক্ত ব্রাশ দ্বারা ছিয়াম অবস্থায় মিসওয়াক করা যাবে।[৫৮]

(গ) কোনকিছুর আঘাতে শরীর থেকে রক্ত বের হলে বা কাউকে রক্ত দিলে এবং রক্ত পরীক্ষা করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় না।[৫৯]

(ঘ) ছিয়াম অবস্থায় শ্বাসকষ্টের কারণে ইনহেইলার গ্রহণ করা যাবে।[৬০] অনুরূপ ছিয়াম অবস্থায় ইনজেকশন এবং ইনসুলিনও নেওয়া যাবে।[৬১] কারণ এগুলো খাদ্য নয়।

ই'তিকাফ :

(ক) ২০ রামাযান মাগরিবের পর ই'তিকাফের জন্য তৈরি করা জায়গায় প্রবেশ করবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) রামাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন। আর শেষের দশক শুরু হয় ২০ রামাযানের সূর্য ডুবার পর থেকে।[৬২] শাওয়ালের চাঁদ দেখা গেলে মাগরিবের পর ই'তিকাফ থেকে বের হবে।[৬৩] উল্লেখ্য, যে হাদীছে ২১ তারিখে ফজরের পর ই'তিকাফের জায়গায় প্রবেশের কথা বলা হয়েছে[৬৪], তার অর্থ হল- জনগণ থেকে সম্পূর্ণ একাকী হওয়া।[৬৫]

(খ) ই'তিকাফের জন্য জুম'আ মসজিদ শর্ত।[৬৬] বাড়িতে ই'তিকাফ করার শারঈ কোন বিধান নেই। মহিলারাও পর্দার মধ্যে থেকে মসজিদে

---

৫৮. ছহীহ বুখারী ১/২৫৯ পৃঃ, 'ছিয়াম' অধ্যায়-৩০, 'ছিয়াম অবস্থায় কাঁচা বা শুকনা মিসওয়াক ব্যবহার করা' অনুচ্ছেদ-২৭।

৫৯. দারাকুৎনী হা/৭; বায়হাক্বী-সুনানুল কুবরা হা/৮০০৮৬, সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল হা/৯৩২, ৪/৭২ পৃঃ; ফাতাওয়া লাজনা ৫/১৫৬ পৃঃ।

৬০. ফাতাওয়া উছায়মীন ১৯/১৫৪ পৃঃ।

৬১. বুখারী হা/১৯৩৮, ১/২৬০ পৃঃ; ইরওয়াউল গালীল হা/৯৩২, ৪/৭২ পৃঃ; দারাকুৎনী হা/৭; বায়হাক্বী-সুনানুল কুবরা হা/৮০০৮৬, সনদ ছহীহ।

৬২. মুসলিম হা/১১৭২, ১/৩৭১ পৃঃ; মির'আত হা/২১২৪-এর আলোচনা দ্রঃ; ফাতাওয়া উছায়মীন ২০/১২০ পৃঃ।

৬৩. ফাতাওয়া উছায়মীন ২০/১৭০ পৃঃ।

৬৪. মুসলিম হা/১১৭২, ১/৩৭১ পৃঃ; মিশকাত হা/২১০৪।

৬৫. ফাতাওয়া উছায়মীন ২০/১৭০ পৃঃ।

৬৬. আবুদাঊদ হা/২৪৭৩, ১/৩৩৫ পৃঃ সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/২১০৬।

ই‘তিকাফ করবে। নবী করীম (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ মসজিদেই ই‘তিকাফ করতেন।[৬৭] ই‘তিকাফ অবস্থায় মহিলারা ঋতুবতী হলে ই‘তিকাফ বাতিল হবে।[৬৮] তাই ই‘তিকাফ থেকে বের হয়ে যাবে। পবিত্র হওয়ার পর সময় থাকলে চাইলে আবার শুরু করতে পারবে।

(গ) কোন কোন এলাকায় ই‘তিকাফকারী ব্যক্তিকে ঈদের দিন সকালে মুছল্লীরা স্বাগত জানিয়ে মসজিদ থেকে বের করে ঈদ মাঠে নিয়ে যায়। এটা বিদ‘আত। বরং শাওয়ালের চাঁদ দেখা গেলে মাগরিবের পর ই‘তিকাফ থেকে বের হয়ে আসবে।[৬৯]

(ঘ) প্রচলিত আছে যে, সমাজের কেউ ই‘তিকাফ না করলে সবাই পাপী হবে। এ কথা ঠিক নয়। কারণ ই‘তিকাফ একটি সুন্নাত ইবাদত, যা করলে ছাওয়াব আছে, না করলে গোনাহ নেই।[৭০] এটাকে ‘ফরযে কেফায়াহ’ বলারও কোন দলীল নেই।

ক্বদর রাত্রি জাগরণ :

(ক) ক্বদরের রাত্রির জন্য বিশেষ কোন ছালাতের কথা হাদীছে বর্ণিত হয়নি। তাই অন্যান্য রাতের মতই ছালাত আদায় করবে। তবে ক্বদরের রাত্রিগুলোতে ছালাতকে বেশী বেশী কুরআন তেলাওয়াত ও তাসবীহ-তাহলীলের মাধ্যমে দীর্ঘ করবে। যেমন রাসূল (ছাঃ) তিন রাত করেছিলেন।[৭১] এই রাতে বেশী বেশী ছালাত আদায়ের কোন সুযোগ নেই। কারণ রাসূল (ছাঃ) রামাযান বা রামাযানের বাইরের রাত্রিতে **১১** রাক‘আতের অধিক নফল ছালাত আদায় করতেন না।[৭২]

(খ) শুধু ২৭-এর রাত্রে নয়, বরং ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ এই পাঁচ রাত্রিতেই ক্বদর তালাশ করা সুন্নাত।[৭৩] উল্লেখ্য যে, মুসলিমে বর্ণিত যে হাদীছে ২৭ রামাযানের কথা এসেছে, তা একজন ছাহাবীর দাবী ও

---

৬৭. আবুদাঊদ হা/২৪৭৬, ১/৩৩৫ পৃঃ।

৬৮. ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ১/৩৪৬ পৃঃ।

৬৯. ফাতাওয়া উছায়মীন ২০/১৭০ পৃঃ।

৭০. ফাতাওয়া উছায়মীন ২০/১২৬ পৃঃ।

৭১. তিরমিযী হা/৮০৬; মিশকাত হা/১২৯৮।

৭২. ছহীহ বুখারী হা/২০১৩।

৭৩. ছহীহ বুখারী হা/২০১৭, ১/২৭০ পৃঃ (ইফাবা হা/১৮৯০, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৫)।

বিশ্লেষণ।[৭৪] তাই রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত একাধিক স্পষ্ট হাদীছের প্রতি আমল করাই কর্তব্য, যাতে কেবল বেজোড় রাত্রির কথা এসেছে। নবী করীম (ছাঃ) ক্বদর রাত্রিকে নির্দিষ্ট করতে চাইলেও আল্লাহ তাঁকে ভুলিয়ে দিয়েছেন। আর এর মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে।[৭৫] তাই নির্দিষ্ট রাত্রের প্রতি ঝোঁক থাকা ভাল নয়।

(গ) ক্বদরের রাত্রির আলামত সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, পরের দিন সকালে সূর্য উঠবে, কিন্তু তার কিরণের তেজ থাকবে না।[৭৬]

(ঘ) ক্বদরের দু‘আ : اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ **উচ্চারণ :** ‘আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা ‘আফুব্বুন তুহিব্বুল ‘আফওয়া ফা‘ফু ‘আন্নী’। **অর্থ :** ‘হে আল্লাহ! আপনি ক্ষমাশীল, আপনি ক্ষমা পসন্দ করেন। সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করুন’।[৭৭]

(ঙ) রামাযানের শেষ দশকের রাত্রিগুলোতে বক্তব্য ও খানার আয়োজন করা জায়েয নয়। এই রাত্রিগুলোতে রাসূল (ছাঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরাম দীর্ঘ সময় ধরে ছালাত আদায় করে অতিবাহিত করতেন।[৭৮] তিনি শেষ দশকে ইবাদতের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতেন।[৭৯] বেশী বেশী কুরআন তেলাওয়াত করতেন, দু‘আ করতেন।[৮০]

যাকাতুল ফিতর :

(ক) প্রত্যেকে মাথাপিছু এক ছা‘ পরিমাণ খাদ্যবস্তু দ্বারা ফিতরা আদায় করবে।

---

৭৪. ছহীহ মুসলিম হা/৭২৬, ১১৬৯, ১/৩৭০ পৃঃ; মিশকাত হা/২০৮৮।
৭৫. ছহীহ বুখারী হা/২০২৩, ১/২৭১ পৃঃ (ইফাবা হা/১৮৯৬, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৭); মিশকাত হা/২০৯৫।
৭৬. মুসলিম হা/৭২৬, ১১৬৯; মিশকাত হা/২০৮৮।
৭৭. ইবনু মাজাহ হা/৩৮৫০; মিশকাত হা/২০৯১; তিরমিযী হা/৩৫১৩।
৭৮. আবুদাঊদ হা/১৩৭৫, ১/১৯৫ পৃঃ; মুওয়াত্ত্বা ১/১১৫ পৃঃ; মিশকাত ১১৫ পৃঃ, হা/১৩০২।
৭৯. বুখারী হা/২০২৪; ইবনু মাজাহ হা/১৭৬৭।
৮০. বুখারী হা/৬; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৫০; মিশকাত হা/২০৯১।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ.

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথাপিছু এক ছা' খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু দ্বারা ফিৎরা দেয়াকে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে আদায় করার নির্দেশ দান করেছেন'।[৮১]

উল্লেখ্য যে, এক ছা' বর্তমানের হিসাবে আড়াই কেজি চাউলের সমান অথবা প্রমাণ সাইজ হাতের পূর্ণ চার অঞ্জলী চাউল।

(খ) টাকা দিয়ে ফিতরা আদায় করা যাবে না। রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে মুদ্রার প্রচলন থাকা সত্ত্বেও তিনি খাদ্যবস্তু দ্বারা ফিতরা আদায় করেছেন।[৮২] ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, টাকা দিয়ে ফিতরা দিলে ফিতরা আদায় হবে না।[৮৩] তাই খাদ্যবস্তু দ্বারা ফিতরা দেওয়াই সুন্নাত।

(গ) গম দ্বারা অর্ধ ছা' ফিৎরা দেয়ার যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তা যঈফ।[৮৪] মু'আবিয়া (রাঃ) গমের অর্ধ ছা' ফিৎরা দেয়ার মত প্রকাশ করলে ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরীসহ অন্যান্য ছাহাবী মু'আবিয়া (রাঃ)-এর ইজতিহাদী সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন এবং রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ ও প্রথম যুগের আমলের উপরেই কায়েম থাকেন।[৮৫] ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, গমের অর্ধ ছা' ফিৎরা দেয়া সংক্রান্ত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর বক্তব্য গ্রহণ করার মধ্যে ত্রুটি রয়েছে। কারণ এটি একজন ছাহাবীর আমল, যার বিরোধিতা করেছেন আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)সহ অন্যান্য ছাহাবী, যারা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে

---

৮১. বুখারী হা/১৫০৩-৫, ১/২০৪-২০৫ পৃঃ (ইফাবা হা/১৪১৫, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬০-৬১); মুসলিম হা/২৩২৯; মিশকাত হা/১৮১৫, ১৮১৬।

৮২. বুখারী হা/১৫০৩, ১/২০৪-২০৫ পৃঃ; মুসলিম হা/২৩২৫; মিশকাত হা/১৮১৫-১৮১৬।

৮৩. ফাতাওয়া উছায়মীন ১৮/২৭৯ পৃঃ।

৮৪. যঈফ আবুদাঊদ হা/১৬১৭।

৮৫. মুসলিম হা/২৩৩৪।

তার চেয়ে বেশী দিন অবস্থান করেছেন এবং তাঁর অবস্থা সম্পর্কে তারা বেশী জানতেন।[৮৬] তাই ইরাকী ছা' অনুযায়ী গমের অর্ধ ছা' ফিৎরা দেয়া যাবে না।

(ঘ) ছাদাক্বাতুল ফিতর বণ্টনের খাত হিসাবে হাদীছে মিসকীন ও ফক্বীরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[৮৭] তাই মিসকীন ও ফকীরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(ঙ) যাকাত, ফিতরা, ওশর বা কুরবানির চামড়ার অর্থ দ্বারা মসজিদের ইমাম ও মুওয়াযযিনের বেতন দেওয়া যাবে না। কারণ এ মালে নির্দিষ্ট ব্যক্তির হক রয়েছে *(তওবাহ ৬০)*। ইমাম ও মুওয়াযযিন তাদের অন্তর্ভুক্ত নন। অবশ্য তারা যদি ঐ ৮ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হন তাহলে পাবেন *(নিসা ৬)*।

ঈদের তাকবীর :

(ক) ছালাতুন ঈদায়েনে তাকবীরে তাহরীমার পর ক্বিরাআতের পূর্বে প্রথম রাক'আতে সাত, দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ মোট **১২** তাকবীর দেওয়া সুন্নাত।[৮৮]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ التَّكْبِيْرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُوْلَى وَخَمْسٌ فِي الآخِرَةِ وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا.

আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর নবী (ছাঃ) বলেছেন, 'ঈদুল ফিতর-এর প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর দিতে হবে এবং দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ তাকবীর দিতে হবে। আর উভয় রাক'আতে ক্বিরাআত পড়তে হবে তাকবীরের পর'।[৮৯]

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ فِيْ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا سِوَى تَكْبِيْرَتَيْ الرُّكُوْعِ.

'আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার ছালাতে রুকূর দুই তাকবীর ছাড়া প্রথমে সাত আর পরে পাঁচ তাকবীর দিতেন'।[৯০]

---

৮৬. ফাৎহুল বারী ৪/৩৭৮ পৃঃ, হা/১৫০৮-এর আলোচনা দ্র.।

৮৭. আবুদাঊদ হা/১৬০৯, ১/২২৭ পৃঃ, 'যাকাতুল ফিতর' অনুচ্ছেদ-১৮, 'যাকাত' অধ্যায়-৩; ইবনু মাজাহ হা/১৮২৭; ফাৎহুল বারী ৩/৩৭৬ পৃঃ।

৮৮. আবুদাঊদ হা/১১৫১ ও ১১৫২, ১/১৬৩ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/১২৬৩, পৃঃ ৯১; মিশকাত হা/১৪৪১।

৮৯. আবুদাঊদ হা/১১৫১ ও ১১৫২, ১/১৬৩ পৃঃ।

৯০. ইবনু মাজাহ হা/১২৮০, পৃঃ ৯১,; আবুদাঊদ হা/১১৪৯, ১/১৬৩ পৃঃ।

উল্লেখ্য যে, ৬ তাকবীরের পক্ষে রাসূল (ছাঃ) থেকে সরাসরি কোন ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি। এর পক্ষে যা কিছু বলা হয়, সবই বিভিন্ন ব্যক্তির অভিমত, অপব্যাখ্যা, যঈফ ও মুনকার বর্ণনা *(বিস্তারিত দেখুন : 'ছহীহ হাদীছের কষ্টিপাথরে ঈদের তাকবীর' শীর্ষক বই)*।

(খ) ঈদুল ফিতরের দিনে কিছু খেয়ে ঈদ মাঠে যাবে। পক্ষান্তরে ঈদুল আযহার দিনে না খেয়ে যাবে এবং ছালাতের পর অথবা নিজ কুরবানীর গোস্ত বা কলিজা দ্বারা প্রথমে নাস্তা করবে।[৯১]

(গ) ঈদের ছালাত খোলা মাঠে পড়া সুন্নাত।[৯২] বৃষ্টি বা অন্য কোন বিশেষ সমস্যা ছাড়া মসজিদ যত বড়ই হোক, সেখানে ঈদের ছালাত হবে না। রাসূল (ছাঃ) ঈদের ছালাত কখনো মসজিদে পড়েননি। বরং মসজিদে নববীর মত বিশাল জায়গা থাকা সত্ত্বেও তিনি তার সামনে খোলা স্থানে ঈদের ছালাত পড়তেন।[৯৩] বৃষ্টির কারণে তিনি একবার মসজিদে পড়েছিলেন মর্মে যে বর্ণনা এসেছে তার সনদ যঈফ।[৯৪] উল্লেখ্য, ঈদের মাঠে ছাদ দেওয়া বা তাবু টানানো কিংবা সাজসজ্জা করা সুন্নাতের বরখেলাফ।

(ঘ) ঈদ মাঠে গিয়ে ছালাতের জন্য ডাকাডাকি করা, ছালাতের পূর্বে আলোচনা করা, বক্তব্য দেওয়া নিষিদ্ধ। বরং সকলে নিজ নিজ তাকবীর, তাসবীহ পাঠ করবে।[৯৫]

(ঙ) ঈদের খুৎবা হবে একটি। রাসূল (ছাঃ) ঈদায়নের ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে একটি খুৎবা দিয়েছেন।[৯৬] দুই খুৎবা দেওয়ার প্রমাণে বর্ণিত হাদীছ যঈফ।[৯৭] খুৎবার সময় ইমাম হাতে লাঠি রাখবেন।[৯৮]

---

৯১. ছহীহ বুখারী হা/৯৫৩, ১/১৩০; মিশকাত হা/১৪৩৩; ছহীহ তিরমিযী হা/৫৪২, ১/১২০ পৃঃ; মিশকাত হা/১৪৪০; বায়হাক্বী হা/৬১৬০ ও ৬১৬১, ৩/৪০১ পৃঃ; ছহীহুল জামে' হা/৫৩৪৯।
৯২. ছহীহ বুখারী হা/৯৫৬, ১/১৩১ পৃঃ; মিশকাত হা/১৪২৬।
৯৩. মির'আতুল মাফাতীহ ৫/২২ পৃঃ।
৯৪. যঈফ আবুদাঊদ হা/১১৬০; মিশকাত হা/১৪৪৮।
৯৫. ছহীহ মুসলিম হা/২০৪৯; মিশকাত হা/১৪৫১।
৯৬. বুখারী হা/৯৭৮, ১/১৩৩ পৃঃ; মুসলিম হা/৮৮৫; মিশকাত হা/১৪২৯।
৯৭. যঈফ ইবনে মাজাহ হা/১২৮৯, পৃঃ ৯১; দ্রঃ মির'আত ৫/২৭ পৃঃ।

(চ) নারী-পুরুষ সকলেই ঈদগাহে ঈদের জামা'আতে শরীক হবে। ঋতুবতী মহিলাগণ খুৎবা ও দু'আয় শরীক হবে, ছালাত আদায় করবে না।[৯৯] পৃথকভাবে মহিলারা জামা'আত করতে পারবে না। তবে ঈদগাহে জায়গা না থাকলে মহিলারা পর্দার সাথে পৃথক ঈদের জামা'আত করতে পারবে। তখন একজন পুরুষ ব্যক্তি তাদের ছালাত পড়িয়ে দিবে।[১০০]

(ছ) ঈদের ছালাতের পরে মুনাজাতের নামে যে প্রথা চালু আছে, শরী'আতে তার কোন ভিত্তি নেই। খুৎবার পরে রাসূল (ছাঃ) পুনরায় ঈদ মাঠে বসেছেন-এর প্রমাণ পাওয়া যায় না।[১০১] বরং খুৎবার মধ্যেই ইমাম সকলের জন্য দু'আ করবেন। এ সময় মুক্তাদীগণ ইমামের দু'আয় 'আমীন' 'আমীন' বলবে।[১০২]

(জ) ঈদ মাঠে বা ঈদের দিন পরস্পর কোলাকুলি করা শরী'আত সম্মত নয়। মুসলিম সমাজে এটি বিদ'আতের প্রচলন মাত্র। বরং পরস্পরের সাক্ষাতে تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ 'তাক্বাববালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকা' বলবে।[১০৩] উল্লেখ্য যে, সফর থেকে আসা ব্যক্তির সাথে কোলাকুলি করা যায়।[১০৪]

(ঝ) ঈদ পড়ার পর কবর যিয়ারত করারও কোন ভিত্তি নেই। এই বিদ'আতী অভ্যাস সত্বর পরিত্যাজ্য। বরং যেকোন সময়, যেকোন দিনে কবর যিয়ারত করবে।[১০৫]

(ঞ) ঈদ মাঠ সজ্জিত করা, আলোকসজ্জা করা, ঈদ উপলক্ষে পটকা ফোটানো, বাঁশি বাজানো ও মেলায় যাওয়া বিধর্মীদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

---

৯৮. আবুদঊদ হা/১১৪৫, ১/১৬২, সনদ হাসান।

৯৯. বুখারী হা/৯৭৪, ১/১৩৩ পৃঃ, হা/৩৫১; মিশকাত হা/১৪৩১।

১০০. বুখারী হা/৯৮৭-এর অনুচ্ছেদ-২৫ দ্রঃ, ১/১৩৪ পৃঃ (ইফাবা হা/৯৩৫-এর অনুচ্ছেদ দ্রঃ, ২/২২১ পৃঃ)।

১০১. বুখারী হা/৯৭৮, ১/১৩৩ পৃঃ (ইফাবা হা/৯২৭, ২/২১৬ পৃঃ); মুসলিম হা/৮৮৫; মিশকাত হা/১৪২৯।

১০২. ছহীহ বুখারী হা/৯৭৭, ১/১৩৩; মিশকাত হা/১৪২৯; মির'আত ৫/৩১ পৃঃ।

১০৩. ফাৎহুল বারী ৩/৫৬৭ পৃঃ, হা/৯৫১-এর আলোচনা দ্রঃ; সনদ হাসান, আলবানী, তামামুল মিন্নাহ, ৩৫৪-৫৫।

১০৪. ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/৯৭; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৬০।

১০৫. মুসলিম হা/৯৭৫, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩১৩; মিশকাত হা/১৭৬৭।

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্য জাতির সাথে সাদৃশ্য রাখে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত'।[১০৬] **(জ)** ঈদের খুশির নামে গান-বাজনা বেপর্দা, বেহায়াপনা, অশ্লীলতাসহ যাবতীয় জাহেলী কর্মকাণ্ড হারাম।

(ট) ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে বের হওয়ার পর থেকে ছালাত শেষ করা পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করবে।[১০৭] আর ঈদুল আযহার সময় **৯** যিলহজ্জ ফজর থেকে **১৩** তারিখ আছর ছালাতের পর পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করবে।[১০৮] তবে যিলহজ্জের প্রথম দিন হতে কুরবানীর পরের তিন দিন পর্যন্তও তাকবীর পাঠ করা যায়।[১০৯] মহিলারাও নিম্নস্বরে তাকবীর পাঠ করবে।[১১০] তাকবীরের শব্দাবলী নির্দিষ্ট নেই। তবে ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) পড়েছেন, اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَ اللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ **উচ্চারণ :** 'আল্লা-হু আকবার আল্লা-হু আকবার লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, আল্লা-হু আকবার আল্লা-হু আকবার ওয়া লিল্লা-হিল হাম্‌দ'।[১১১]

শাওয়ালের ছিয়াম : যে ব্যক্তি রামাযানের ছিয়াম পালন করে শাওয়াল মাসে ছয়টি ছিয়াম পালন করল, সে যেন সারা বছর ছিয়াম পালন করল।[১১২]

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

****

---

১০৬. আবুদাঊদ হা/৪০৩১; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৩৪৭।

১০৭. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৫৬৬৭; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৬৩৪৯; সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল হা/৬৫০-এর আলোচনা দ্রঃ, ৩/১২৩ পৃঃ।

১০৮. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৫৬৭৮, সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল হা/৬৫৩-এর আলোচনা দ্রঃ, ৩/১২৫ পৃঃ।

১০৯. বুখারী হা/৯৬৯-এর অনুচ্ছেদ দ্রঃ, ১/১৩২ পৃঃ (ইফাবা হা/৯১৮-এর অনুচ্ছেদ দ্রঃ, ২/২১২ পৃঃ)।

১১০. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৫৬৭৮, ২/৭১-৭২ পৃঃ; মুহামেলী ২/১৪২ পৃঃ; সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল ৩/১২১ পৃঃ।

১১১. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৫৬৯৭, ২/৭৩ পৃঃ; সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল ৩/১২৫ পৃঃ।

১১২. মুসলিম হা/১১৬৪, ১/৩৬৯ পৃঃ; মিশকাত হা/২০৪৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৪৮, ৪/২৪২ পৃঃ।

আছ-ছিরাত প্রকাশনী

(একটি সম্পূর্ণ দ্বীনি প্রতিষ্ঠান)

প্রকাশিত ও পরিবেশিত বইসমূহ

ক্রঃ	বইয়ের নাম	লেখক	মূল্য
১	প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম	সম্পাদিত	৪২০/=
২	জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর ছালাত (বোর্ড বাঁধাই)	ড. মুযাফফর বিন মুহসিন	২২০/=
৩	জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত (সাধারণ বাঁধাই)	,,	১৩০/=
৪	*Salaat* of the Prophet (ﷺ) in the Grip of Fake *Hadeeth*	,,	৩০০/=
৫	মিশকাতে বর্ণিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ-১	,,	১৩০/=
৬	মিশকাতে বর্ণিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ-২	,,	১৫০/=
৭	ভ্রান্তির বেড়াজালে ইক্বামতে দ্বীন	,,	১৫০/=
৮	শারঈ মানদণ্ডে মুনাজাত	,,	৬০/=
৯	যঈফ ও জাল হাদীছ বর্জনের মূলনীতি	,,	৬০/=
১০	তারাবীহ্র রাক‘আত সংখ্যা	,,	৪০/=
১১	ভ্রান্ত আক্বীদা বনাম সঠিক আক্বীদা	,,	৬০/=
১২	ছহীহ হাদীছের কষ্টি পাথরে ঈদের তাকবীর	,,	২০/=
১৩	সফল কর্মী	,,	১৫/=
১৪	নির্বাচিত হাদীছ	,,	২০/=
১৫	হাদীছ জালিয়াতির স্বরূপ	,,	২৫/=
১৬	তাবলীগের স্বরূপ	,,	১০০/=
১৭	এক নযরে আক্বীদা ও তাওহীদ		বিনামূল্যে
১৮	এক নযরে ওযূ ও ছালাত	,,	বিনামূল্যে
১৯	এক নযরে ছিয়াম ও রামাযান	,,	বিনামূল্যে
২০	এক নযরে হজ্জ ও ওমরাহ	,,	বিনামূল্যে
২১	এক নযরে দু‘আ ও যিকির	,,	বিনামূল্যে
২২	সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায	৩০/=
২৩	দুর্বল ঈমানের লক্ষণ : কারণ ও প্রতিকার	শায়খ মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ	৪০/=
২৪	পরিবার সংশোধনে ৪০টি উপদেশ	,,	৩০/=
২৫	ছালাতে একাগ্রতা অর্জনের ৩৩ উপায়	,,	৪০/=
২৬	পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচান	,,	৪০/=
২৭	তাওহীদের বার্তা	শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.)	৪০/=
২৮	তাক্বদীর (আল্লাহ্র এক গোপন রহস্য)	আব্দুল আলীম ইবনে কাওসার	৪০/=
২৯	ছাহাবায়ে কেরামের প্রতি আমাদের কর্তব্য	,,	২০/=
৩০	ঋতুস্রাব ও প্রসূতি অবস্থার বিধি-বিধান সংক্রান্ত ৬০টি প্রশ্ন	,,	২০/=
৩১	কুরআন, সুন্নাহ ও আছারের আলোকে হজ্জ ও ওমরাহ	,,	৬৫/=
৩২	প্রশ্নোত্তরে সহজ তাওহীদ শিক্ষা (চার ইমামের আক্বীদা অবলম্বনে)	,,	৩০/=

ক্রঃ	বইয়ের নাম	লেখক	মূল্য
৩৩	মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়	আব্দুল আলীম ইবনে কাওসার	২০/=
৩৪	ইসলামে অলা এবং বারা	”	৬০/=
৩৫	ঈমানের মূলনীতি	”	৬০/=
৩৬	আদর্শ সমাজ গঠনে সূরা মাউনের শিক্ষা	ড. ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর	২০/=
৩৭	আল্লাহ ও রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে সঠিক আক্বীদা	হাফেয আব্দুল মতীন আল-মাদানী	২৫/=
৩৮	সোনামণিদের ছহীহ দো'আ শিক্ষা	আব্দুর রশীদ	২৫/=
৩৯	সোনামণিদের ছহীহ হাদীছ শিক্ষা	”	৩০/=
৪০	সোনামণিদের ইসলামী আদর্শ শিক্ষা	”	২০/=
৪১	সোনামণিদের ছহীহ আক্বীদা শিক্ষা	”	৫০/=
৪২	মা-বাবা ও আজকের সমাজ	মুকাররম বিন মুহসিন মাদানী	১৪০/=
৪৩	জান্নাত ও জাহান্নাম	মুহাম্মাদ বযলুর রহমান	১৩০/=
৪৪	সোনামণিদের পবিত্রতা অর্জনের শিষ্টাচার	”	৩৫/=
৪৫	ফেরেশতাগণ সম্পর্কে সঠিক আক্বীদা	”	৫০/=
৪৬	কুরআন-ছহীহ হাদীছের আলোকে যাকাতুল ফিতর	”	১৫/=
৪৭	সমাজে প্রচলিত শিরকসমূহ	”	১৫০/=
৪৮	তিন ভাষার কথোপকথন (বাংলা, ইংরেজী, আরবী)	হাফেয হাসিবুল ইসলাম	১২০/=
৪৯	সোনামণিদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা	আজিজুর রহমান	৪০/=
৫০	তথ্যকোষ		৫০/=
৫১	মদপান ও ধূমপানের অপকারিতা	শায়খ মুস্তাফিজুর রহমান মাদানী	১৫/=
৫২	সুসঙ্গী বনাম কুসঙ্গী	”	৭৫/=
৫৩	কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত মুসলিম নারী	নাজমুন নাহার বিনতে আবুল কালাম	৫০/=
৫৪	এসো আরবী শিখি (সোনামণিদের জন্য)	”	১৩০/=
৫৫	ইখলাছই পরকালের জীবনতরী	আব্দুল গাফফার	২৫/=
	মাসিক পত্রিকা		
৫৬	মাসিক আল-ইখলাছ		২৫/=
	চলমান গবেষণা সংকলন		
৫৭	ছিরাতে মুস্তাক্বীম পর্ব-১, বিষয় : ছিয়াম ও রামাযান	সম্পাদিত	১৮০/=
৫৮	ছিরাতে মুস্তাক্বীম পর্ব-২, বিষয় : হজ্জ, ওমরাহ ও কুরবানী	”	১২০/=
৫৯	ছিরাতে মুস্তাক্বীম পর্ব-৩, বিষয় : যাকাত ও ছাদাক্বাহ	”	১২০/=
৬০	ছিরাতে মুস্তাক্বীম পর্ব-৪, বিষয় : আক্বীদা ও তাওহীদ	”	২৫০/=
৬১	ছিরাতে মুস্তাক্বীম পর্ব-৫, বিষয় : ইসলাম বনাম ফের্কাবন্দী	”	২৫০/=
	প্রচার পত্র		
৬২	ছালাতের স্থায়ী সময়সূচী		৫০/=
৬৩	ছালাতের পর পঠিতব্য যিকির সমূহ		৫০/=

যোগাযোগ : হাফিজ-আমেনা প্লাজা, নওদাপাড়া (আমচত্বর), সপুরা, রাজশাহী।

মোবাইল : ০১৯১০-৭২৪৭৫৮, ০১৭৭৩-৬৮৬৬৭১, ০১৭০৯-৭৯৪৭০১

ইসলামিক রিসার্চ এ্যান্ড রিফরমেশন সেন্টার

২৬০/৬ মালিবাগ মোড়, ঢাকা-১২১৭; ঢাকা বিজ্ঞান কলেজ ভবন, ৬ তলা।

রামাযান উপলক্ষে দ্বীনী ভাই-বোনদের প্রতি আহ্বান

দাওয়াতী কাজে সহযোগিতায় এগিয়ে আসুন!

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

মুহতারাম,

মুসলিম সমাজ আজ শিরক-বিদ'আত ও নব্য জাহেলিয়াতে নিমজ্জিত; জাতীয় ও বিজাতীয় মতবাদ এবং ধর্মের নামে প্রতিষ্ঠিত দলীয় গোঁড়ামি ও ফের্কাবন্দীতে ক্ষত-বিক্ষত। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্লাটফরম থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণেই এই মর্মান্তিক পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে। এমতাবস্থায় প্রত্যেকটি পরিবারে নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াত পৌছানো ফরয। আর এ কাজে সবার অংশগ্রহণ ছাড়া বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। তাই আমরা দ্বীনি ভাই-বোনদের সহযোগিতায় তাওহীদ ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের মহান লক্ষ্যে রামাযানকে সামনে রেখে বেশকিছু কর্মসূচী হাতে নিয়েছি। যেমন- বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ক. এক নযরে আক্বীদাহ ও তাওহীদ (পৃষ্ঠা : ৬৪) খ. এক নযরে ওযূ ও ছালাত (পৃষ্ঠা : ২৪) গ. এক নযরে ছিয়াম ও রামাযান (পৃঃ ১৬) এবং ঘ. এক নযরে হজ্জ ও ওমরাহ (পৃঃ ৭২)। এছাড়া কুরআনের অনুবাদ, ছহীহ বুখারী ও মুসলিমের অনুবাদ, দুর্বল ঈমানের লক্ষণ : কারণ ও প্রতিকার, ভ্রান্ত আক্বীদা বনাম সঠিক আক্বীদা, জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত, তারাবীহর রাক'আত সংখ্যা : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, সর্বাধিক বিশুদ্ধ নবী জীবনী 'আর-রাহীকুল মাখতূম', ছহীহ হাদীছের কষ্টিপাথরে ঈদের তাকবীর, নির্বাচিত হাদীছ, ছিরাতে মুস্তাক্বীম : পর্ব-১, ২ ও ৩ সহ বিভিন্ন বই ও প্রচারপত্র প্রত্যেকটি পরিবারে পৌছানের চেষ্টা করছি। উক্ত কর্মসূচীতে আপনার অংশগ্রহণ একান্তভাবে কামনা করছি। আল্লাহ আপনাকে জান্নাতের সদস্য হিসাবে মনোনীত করুন- আমীন!!

ড. মুযাফফর বিন মুহসিন
পরিচালক
ইসলামিক রিসার্চ এ্যান্ড রিফরমেশন সেন্টার
মোবাইল : ০১৭১৫-২৪৯৬৯৪, ০১৭৩৮-৩৪৬৬৯০

ছাপা খরচ
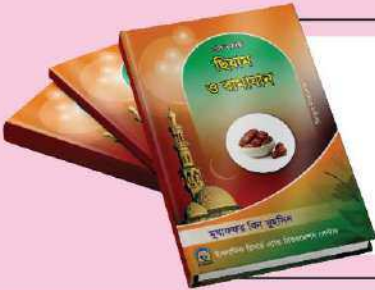
এক নযরে
আক্বীদা ও তাওহীদ
১০,০০০ কপি ছাপা
খরচ : ১,৪০,০০০/-

এক নযরে
ওযূ ও ছালাত
১০,০০০ কপি ছাপা
খরচ : ৫০,০০০/-

এক নযরে
ছিয়াম ও রামাযান
১০,০০০ কপি ছাপা
খরচ : ৫০,০০০/-

এক নযরে
হজ্জ ও ওমরাহ
১০,০০০ কপি ছাপা
খরচ : ১,২০,০০০/-